177

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে হলে

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। তার একটা প্রমাণ, শহরের বিত্তবান ও সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা পারতপক্ষে এসব বিদ্যালয়ের ধারে-কাছে ভিড়তে চায় না। তাই ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে বেসরকারী বিদ্যালয়। গ্রামাঞ্চলের চিত্রটি অবশ্য অন্যরকম। সেখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ভাল করা না হলে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, মানবোন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কোনটাই হবে না।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার মান প্রসঙ্গে এক সেমিনারে প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এ ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণের বদলে স্থানীয় জনসাধারণের তদারকি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমরা যতদূর জানি, স্থানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। গত বছর দাতাগোষ্ঠীর প্যারিস বৈঠকের বিবেচনার জন্য বিশ্বব্যাংক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে তাতে এই বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের এই সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত বছর এপ্রিল মাসে দাতাগোষ্ঠীর বৈঠক হয়ে গেছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে আরেকটি বৈঠক বসবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে সে ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করতে হবে। অধ্যাপক সিদ্দিকী প্রশ্নটি যথাসময়ে তুলেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

যে অর্থবছর গত জুলাই মাসে শুরু হয়েছে তার বাজেটে শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক টাকা রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হচ্ছে। রাজস্ব আয় থেকে উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, শিক্ষাখাতে শুধু বাড়তি অর্থ বরাদ্দ নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কাজটি করায় কোন অগ্রগতি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থার বহুল আলোচিত দুর্বলতাগুলো হলোঃ শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থা, শিক্ষা উপকরণের অভাব। সবচেয়ে বড় হলো শিক্ষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করার দুর্বল ব্যবস্থা। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিদিন একজন শিক্ষক যেখানে ৪/৫ ঘন্টা শিক্ষাদানের কাজে ব্যয় করেন সেখানে আমাদের দেশে কাগজে-কলমে মাত্র দু'ঘন্টা, বাস্তবে দেড় ঘন্টার বেশি নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী-পিছু মাত্র একজন শিক্ষক। অথচ ৩০ জনের জন্য একজন শিক্ষক থাকা উচিত। সরকারী হিসেবে গড়ে প্রতি ৬০ জনের জন্য একজন শিক্ষকের বেশি আমাদের দেশে নেই।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই খাতের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন। তিনি মাঝেমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করে তুলতে সকল দেশপ্রেমিক নাগরিক, রাজনৈতিক দল, শিশু সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিলে কোন তরফ থেকে সরকারকে সহযোগিতা করার অভাব হবে বলে মনে হয় না। তারপরও নীতিগতভাবে গৃহীত হওয়ার পরও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগের অভাব কেন সে প্রশ্ন আমরা সরকারের সকল শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য রাখলাম।